APR. 06 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 1 ...

শিহাব হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চেইন, স্টীলের দরজা, বালতি ও মই উদ্ধার

শিহাবের লাশ টুকরো করার সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে রাজু শিস দিচ্ছিল মুক্তিপণের টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল মোটরসাইকেল ও অস্ত্র

তৌহিদুল ইসলাম ॥ কসাই রাজু চেয়েছিল শিহাবের মুক্তিপণের টাকা দিয়ে মোটরসাইকেল ও অস্ত্র কিনবে। অন্যান্য সহযোগী অর্থাৎ শিহাব অপহরণ ও হত্যার সহযোগী সাঈদ, লিটন, রাশেদ ও অন্যান্যদের সে আশ্বাস দিয়েছিল টাকা হাতে পেলে সে তাদের ইতালীতে জোলেখাপুত্র লিটনের কাছে পাঠিয়ে দিবে। রাজু ইতালীতে লিটনের কাছে গত ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে একটি চিঠিও দিয়েছিল। সে জোলেখাকেও ৫ লাখ টাকা দিবে বলে পণ করেছিল। ছেলে লিটনের জন্য জোলেখার ৫ লাখ টাকা জরুরী হয়ে পড়েছিল। সে জন্যই সে শিহাবকে অপহরণ এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু রাজুর সহযোগীরা বুঝতে পারেনি যে ২০ লাখ টাকা দিয়ে সবাইকে ইতালী পাঠানো এবং অন্যান্যদের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক শিহাব হত্যা মামলার তদন্তকারী গোয়েন্দা পুলিশের রিমান্ডে আসামী লিটন, সাঈদ ও রাশেদ এসব তথ্য দিয়েছে। তারা বলেছে রাজু যখন শিহাবকে ধারালো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করেছিল তখন তার

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

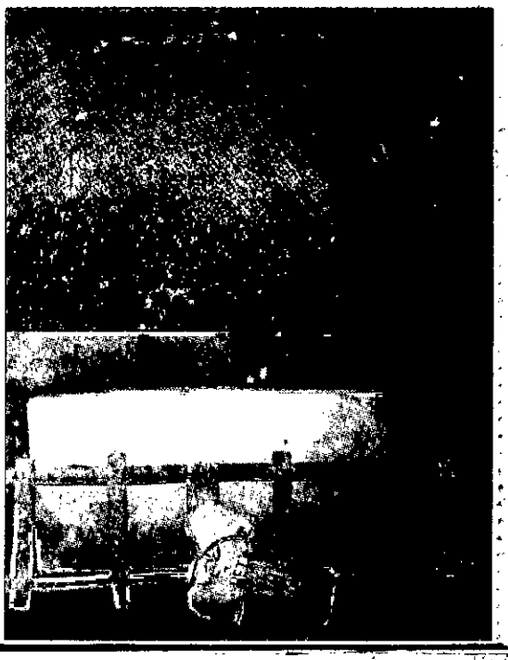

ইনকিলাব ঃ উদ্ধার হয়েছে খুনী কসাই রাজুর চেইন। এই চেইন বন্ধক রেখেই সাইকেলটি কেনা হয়েছিল। নীচের ছবিতে শিহাবের লাশ ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত স্টীলের দরজা, লাশ বের করার মই এবং রক্ত ধুয়ে ফেলার বালতি

শিহাবের লাশ টুকরা করার সময় রাজু শিস দিচ্ছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাকি ৭ সহযোগীও সম্মহিতের মত তাকে সহায়তা করেছে। কেউ ধরেছে হাত, আবার কেউ পা। শিহাবকে মেরে ফেলার এবং টুকরো করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। শিহাবকে অচেতন করার জন্য ইনজেকশনও আনা হয়েছিল। কিন্তু শিহাব অতিরিক্ত চিৎকার চেচামেচী করায় তারা তাকে গলাটিপে ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। তাকে টুকরো করার পরিকল্পনাও নেয় রাজু। সমর্থন করে রুবেল। সাঈদ ও লিটন অবশ্য বলেছিল বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসতে। রাজু যখন পৈশাচিক ও বর্বরোচিত কায়দায় পেশাদার কসাইয়ের ন্যায় শিহাবের দেহটি টুকরা টুকরা করে তখন সে শিশ বাজাচ্ছিল। মোমবাতির আলো-আঁধারীতে গোটা পরিবেশটিই হয়ে উঠেছিল ভুতুরে ছমছমে। রাজু সবাইকে দেখানোর জন্য খুব সাহসী ভাব বজায় রেখেছিল। যেন বিষয়টি কোরবানীর গরুর গোস্ত কাটার মতই মামুলী। এক পর্যায়ে রাজু বলেছিল, 'দে ... পোলার মাথাটা ওর ব্যাগে ভইরা ওর বাসার সামনে ফালাইয়া আসি।' আসামীদের এই বক্তব্য থেকে তাদের বীভৎস মানসিকতার পরিচয় বের হয়ে এসেছে। একটি নিষ্পাপ মানব সন্তানকে এভাবে টুকরা টুকরা করে হত্যার ঘটনা প্রতিটি মানুষকে শিহরিত করেছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি এক ধরনের অস্বাভাবিকতা। প্রচণ্ড আবেগ, ক্ষোভ বা মানসিক চাপ থেকে কোন কোন মানুষ এ ধরনের বিমূর্ত রূপ ধারণ করতে পারে। জানা গেছে, খুনীরা স্থানীয় মিডল ক্লাস সন্ত্রাসী। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। রাজু এলাকায় কসাই রাজু হিসেবে পরিচিত। এলাকায় ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ ছোটখাট অপরাধ ছিল তাদের পেশা। এ ধরনের ছেলেদের পক্ষে নিজ হাতে এরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হয়েছে। তাদের এই কার্যকলাপ পেশাদার খুনীদেরও হার মানিয়েছে। গত ২০০০ সালে সূত্রাপুরের গেণ্ডারিয়ায় মহসীন ও সায়েম নামের ২ যুবককে একই কায়দায় একটি ক্লাবঘরে ১২ টুকরা করে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পেশাদার খুনীরাও ভাড়াটে কসাই দিয়ে লাশ টুকরা করিয়েছিল।

গতকাল সিপাহীবাগ এলাকায় রাজু ও লিটনের দুই বন্ধুর সাথে কথা বলে বেশ কিছু তথ্য জানা গেছে। তারা জানিয়েছে, রাজু ও রুবেল দুই জনেই মামা-ভাগ্নে। তারা নিজেদের মামা-ভাগ্নে বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দিত। রাজু একটু ডেয়ারিং প্রকৃতির ছিল। গত মাসখানেক ধরে সে তাদের বন্ধুদের কাছে বলত, হঠাৎ সে বড়লোক হয়ে যাবে। সে একটি অত্যাধুনিক পিস্তল ও ১টি মোটর সাইকেল কিনবে। এরপর সে তার প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী নাইজ্যাকে দেখিয়ে দিবে। এত টাকা কোথায় পাবে তা জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু হাসত। মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে নতুন কোন তথ্যের সংযোজন করতে পারেনি গোয়েন্দা পুলিশ। শরিয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জের লৌহজং এলাকায় এখন পুলিশের ২টি টীম রয়েছে। তারা রাজু, রুবেল ও অন্যান্য আসামীদের সন্ধানে রয়েছে। এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ মামলার আরও কিছু আলামত উদ্ধার করেছে। অপহরণের টোপ হিসেবে ব্যবহৃত সাইকেলটি কিনার জন্য রাজু যে স্বর্ণের চেইনটি ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিল পুলিশ সেই চেইনটি এক আসামীর বোনের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। শিহাবকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর খুনীরা ২৮৭/২ নর্থ গোড়ান সিপাহীবাগের সোলেবার ক্লাবঘরে ফেলে রাখা হয়। তারা যখন শিহাবকে টুকরা টুকরা করার জন্য চাপাতি-ছোড়া আনতে যায় তখন একটি স্টীলের দরজা দিয়ে লাশটি ঢেকে রাখা হয়। সেই দরজাটিও উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও যে মই বেয়ে খুনীরা লাশের টুকরা নিয়ে দেয়ালের বাইরে বের হয় সেই মইটিও আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। লাশের টুকরাগুলো ব্যাগে ভরার পর মেঝে পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত পানির বালতিটিও উদ্ধার হয়েছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী শিহাবকে অপহরণ করা হয়। বিকেলে অপহরণের পর তাকে হত্যা করা হয়। সেই রাতেই শিহাবের পিতা শিল্পপতি খন্দকার দিলদার আহমেদ মতিঝিল থানায় সাধারণ ডায়রী করেন। কিন্তু পুলিশের সীমাহীন অবহেলার কারণে তারা কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। শিহাবের লাশের টুকরা উদ্ধারের পর থানা পুলিশের এই কার্যক্রম ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু থানা পুলিশের এহেন অবহেলার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে এখনও কোন বিভাগীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

অপরদিকে শিহাব হত্যার আসামীদের শাস্তির আবেদন নিয়ে জনজোয়ার লক্ষ্য করা গেছে। চাঞ্চল্যকর শিহাব হত্যাকাণ্ড মানুষকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছে। লাখ লাখ মানুষ খুনীদের ঘৃণাভরে থুথু ছিটিয়েছে। কেউ কেউ তাদের উপরে গজব কামনা করেছে। শিহাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা মিছিল-সমাবেশ করে দ্রুত ফাঁসি কার্যকরের দাবী জানিয়েছে। অনেকে বলেছে জনসম্মুখে ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচায় তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তবে যারা এখনও গ্রেফতার হয়নি তারা যদি ধরা না পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে তারা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা